জুলাই বিপ্লব' ২৪ এর শহীদদের স্মরণে 'মেহফিল-ই ইনকিলাব'

জাবি প্রতিনিধি : শনিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জুলাই বিপ্লব ২০২৪-এর শহীদদের স্মরণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) বিপ্লবী গান, আবৃত্তি ও কাওয়ালি গানের সমন্বয়ে 'মেহফিল-ই ইনকিলাব' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে 'বিপ্লবী সাংস্কৃতিক মঞ্চ'।

গত শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলিম আল-দীন মুক্তমঞ্চে ভিড় করতে থাকেন সাবেক-বর্তমান শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে সাভার ও আশুলিয়া এলাকার স্কুল-কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুক্তমঞ্চ কানায় কানায় ভরে ওঠে।

আয়োজনে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক মঞ্চের শিল্পীদের সঙ্গে দর্শক মাতান ঢাকার 'ওয়ান এম্পায়ার' টিম। এ সময় কাওয়ালি গানের পাশাপাশি বিপ্লবী গান, নজরুল সংগীত, নাতে রাসুলসহ বিভিন্ন ধরনের আবৃত্তিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠান।

রাত আটটায় সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে মূল আয়োজন শুরু হয়। একে একে বাদ্যযন্ত্র আর শিল্পীদের গায়কিতে এক মোহনীয় মূর্ছনার সৃষ্টি হয়। কাওয়ালি গানের আধ্যাত্মিকতা ও বিপ্লবী গানের সুরের মেলবন্ধনে দর্শক-শ্রোতা জুলাই বিপ্লবের শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

মেহফিলে-ই ইনকিলাব এর অন্যতম সংগঠক আলী জ্যাকি শাহরিয়ার বলেন, মূলত জুলাই বিপ্লবের শহীদদের স্মরণে বিপ্লবী মঞ্চের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানটির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমন আয়োজন শুধু আমাদের এখানেই না সারা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে,যেটা ৫ই আগস্টের আগে সম্ভব ছিল না। এখন উন্মুক্ত ভাবে সবাই যে কোন প্রোগামের আয়োজন করতে পারছে। দ্বিতীয় স্বাধীনতার পর এই যে উন্মুক্ত সংস্কৃতির যে চর্চা শুরু হয়েছে এটা চাই যে আজীবন বজায় থাক, কোন ধরনের অপসংস্কৃতির থাবায় এগুলো যেন বন্ধ হয়ে না যায় সেই প্রত্যাশা করছি। এখন যেমন এ ধরনের সুস্থ সংস্কৃতির আয়োজনে যেমন সাড়া পাচ্ছি আগে এমন সাড়া পাওয়া যায়নি। আমরা এমন একটি ক্যাম্পাস বিনির্মাণ করতে চাই, যেখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এমন সুস্থ সংস্কৃতির আয়োজন ও অংশগ্রহণ করতে পারে।

মেহফিল-ই ইনকিলাবের আয়োজক আহসান লাবিব বলেন, জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে সারাদেশে নতুন করে সাংস্কৃতিক ধারা শুরু হয়েছে। ৫ আগস্টের আগে তা ছিল অসম্ভব। অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ সংস্কৃতির এ আয়োজনকে সাদরে গ্রহণ করেছে মানুষ। আমরা এমন একটি ক্যাম্পাস বিনির্মাণ করতে চাই, যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সুস্থ সংস্কৃতির অংশ হতে পারে।

জুলাই বিপ্লবে অংশ নেওয়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের শিক্ষার্থী মিকদাদ বলেন, ২৪-এর জুলাই মাসের এ আন্দোলনে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের এক মাস পূর্তিতে এমন একটা আয়োজন আমাদের খুব আবেগাপ্লুত করেছে। শহীদদের রক্তমাখা স্মৃতিকে ধারণ করে আমরা বাংলাদেশকে নতুন করে গড়তে পারব এটাই প্রত্যাশা করি।

এই আয়োজন ঘিরে দীর্ঘদিন পর সাবেক-বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মিলনমেলায় পরিণত হয় অনুষ্ঠানটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল আহসানসহ বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে।